আলোর বন্যায়

তন্ময়

সিডনীতে এখন চতুর্দিকে আলোর বন্যা। যেখানেই যাই, যেদিকে তাকাই শুধুই আলোকিত মানুষ। এরা মেলায় আসছে, আড্ডা দিচ্ছে, ওয়েব সাইটগুলোতে একজন আর একজনের পিতা/মাতার নাম তুলে জঘন্য ভাষায় গালাগাল দিচ্ছে। খাটাস, শয়তান, শেয়াল, বান্দর, মূর্খ, ক্ষ্যাপা-কুত্তা এগুলো সবই লিখিত ভাবে ব্যবহৃত হচ্ছে আলোয় উদ্ভাসিত মনের এই ঋষি-সন্যাসদের ভূষন হিসেবে। বাংলাকে ভালোবেসে মনের টানে যেখানে যাই, যা পড়ি সেখানেই তাঁদের উদ্ভাসিত উপস্থিতি।

সিডনীতে আলোকিত মনের মানুষদেরকে যে অনুষ্ঠানে আমন্ত্রন করা হয়েছিল, সেই অনুষ্ঠানে নাকি এত্তো মানুষ হয়েছিল যে, আপ্যায়নের জন্যে খাবার কম পড়ে গিয়েছিল। পুনরায় নাকি খাবার আনতেও হয়েছিল। একটি ওয়েবসাইটে চোখ রেখে যেটা জানতে পারি যে, সেই অনুষ্ঠানে দু'ধরণের মানুষ এসেছিল। একদলকে টেলিফোন করে আসতে অনুরোধ করা হয়েছিল যারা মূলতঃ রাজনৈতিক চরিত্র (বিশেষ দলের) হয়তো বা বিশেষ উদ্দেশ্যে, আর একদল এসেছিল নিজে নিজেই, গা বাঁচাতে। হয়তো এই অনুষ্ঠানে না গেলে যদি জনগন আবার অন্ধকারের মানুষ বলে তাদের মনে করে।

'সত্যি বিচিত্র এই জাতি সেলুকাস।' যারা জামার হাতা গুটিয়ে সুধী পরিবেশে মারামারি করে, একজন আর একজনের মা-বাবা তুলে জঘন্য ভাষায় গালগালি করে, খাটাস, শয়তান, শেয়াল, মূর্খ, ক্ষ্যাপা কুত্তা যাদের ভাষণ-ভূষণ তারাই নাকি আবার বহুমুখী মেধা ও আলোকিত মনের মানুষ! তাহলে অন্ধকারে আছে কারা?

কথিত আছে, বানর যত উপরে উঠে তার পেছনটা নাকি ততো বেশী করে উদ্ভাসিত হয়ে থাকে। অনেকটা ঐ আলোয় উদ্ভাসিত হওয়ার মতোই। তাই বানর হলে নাকি বেশী উপরে না উঠা-ই শ্রেয়।

বুকে যদি কালো দাগ থাকে তবে বাইরে মশালের আলো না জ্বালানোই ভালো। তাতে নিজেদের নোংরামোর উল্লাস নৃত্যগুলো অন্ধকারে ঢেকে যেত। আর জনগণও বেঁচে যেত তথাকথিত এই আলোকিত প্রাণীদের হাত থেকে।

তন্ময়, সিডনী, ২৭/২/২০০৮, Email # tonmoy.sydney@gmail.com